# অছিয়ত নামা বা উইল



## অছিয়ত নামা বা উইল

### অছিয়তনামা কি ঃ

অছিয়ত হলো ভবিষ্যৎ দান। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বা সম্পত্তির মুনাফা কিভাবে বিলি-বণ্টন করা হবে তা তার মৃত্যুর পূর্বে লিখিত বা মৌখিকভাবে নির্ধারণ করে যাওয়ার আইন সম্মত ঘোষণাই হলো অছিয়ত।এটা এক ধরনের উইল বর্তমানে এর প্রচলন নেই বললেই চলে।

### উইল কি ঃ

উইল (will) এক ধরনের দানপত্র। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি উইলের মাধ্যমে আত্মীয়দের সঙ্গে যাকে ইচ্ছা উইল বা পছন্দ তাকে দান করে যেতে পারেন।

### অছিয়ত নামার বৈশিষ্ট্য ঃ

১। উইলকে মুসলমান শরীয়ত আইনে অছিয়তনামা বলে।
২। অছিয়ত নামা অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকরী হয়।
৩। এক্সিকিউটর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যথাযথভাবে বণ্টন করার পদক্ষেপ নেয়।
৪। অছিয়তনামা রেজিস্ট্রি করার প্রয়োজন নেই। তবে অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালতের দাখিল করে প্রবেট করাতে হয়।
৫। মুসলমান শরীয়ত আইনে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি অছিয়ত করা যায় না।
৬। অমুসলিমগণ অছিয়ত- এর স্থলে উইল লিখে এ নমুনা ব্যবহার করতে পারেন।

### অছিয়তের শর্ত ঃ

১। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন যে কোন সাবালক ব্যক্তি উইল করতে পারবেন।
২। উইল উইল দাতার মৃত্যুর পর কার্যকর হবে।
৩। উইল যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন।
৪। উইলকারীর ইচ্ছা সুস্পষ্ট ও সঠিকভাবে নির্ণয়যোগ্য হতে হবে।
৫। অছিয়তকারীর সকল সম্পত্তির ১/৩ বেশি প্রধান করা যাবে না।

### অছিয়তের উদ্দেশ্য ঃ

উইল করা যায় (ক) ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এবং (খ) ধর্মীয় উদ্দেশ্যে। ব্যক্তির উদ্দেশ্যে করা উইল আবার দুই প্রকার ( ১) ওয়ারিশের বরাবরে উইল এবং (২) ওয়ারিশের নয় এমন ব্যক্তির বরাবরে উইল।

অছিয়ত নামা নমুনা দলিল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

# অছিয়ত নামা দলিল

১। আলাল আহমেদ ২। বেলাল আহমেদ ৩। জলিল আহমেদ, ৪। কামাল আহমেদ, সর্বপিতা- মরহুম কবীর আহমেদ, সর্ব মাতা-মিসেস কামরুল বেগম, সর্ব সাকিন- ১০৩/১ গুলবাগ, মালিবাগ, থানা- মতিঝিল, জেলা- ঢাকা, সর্বজাতীয়তা- বাংলাদেশী, সর্ব ধর্ম- ইসলাম, পেশা- ব্যবসা ও চাকরি।

---------- দলিল গ্রহীতাগণ।

মিসেস কামরুল বেগম স্বামী- মরহুম কবীর আহমেদ, পিতা- মরহুম আব্দুল কাদের মিয়া, মাতা- মৃত সালমা খাতুন, সাকিন- ১০৩/১ গুলবাগ, মালিবাগ, থানা- মতিঝিল, জেলা- ঢাকা, সর্বজাতীয়তা- বাংলাদেশী, সর্ব ধর্ম- ইসলাম, পেশা- ব্যবসা ও চাকরি।

---------- দলিল দাত্রী।

পরম করুণাময় সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া অত্র অছিয়তনামা দলিলের আইনানুগ বয়ান আরম্ভ করিলাম। যেহেতু তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি কবীর আহমেদ বিগত ইংরেজি ২৩/৬/১৯৬৬ তারিখে ঢাকা- সদর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৯৫ নং সাফ কবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়া মালিক ভোগ দখলকার থাকা অবস্থায় এক স্ত্রী, পাঁচপুত্র এবং এক কন্যাকে ওয়ারিশ বিদ্যমান রাখিয়া পরলোক গমন করিলে আমি অত্র দলিল দাত্রী তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি স্বামীর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালিকানা স্বত্ব অর্জনে এজমালীতে ভোগ দখল করিয়া আসিতে থাকা অবস্থায় ভোগ দখলের সুবিধার্থে বিগত ইংরেজি ১/৬/.২০০৫ তারিখে সম্পাদিত ও নোটারী পাবলিক আবুল হক এর কার্যালয়ে ৫২৯ নং ক্রমিকে লিপিবদ্ধকৃত এক চুক্তিপত্র বলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি নিজ ছাহামে প্রাপ্ত হইয়া অন্যের বিনা নিরাপত্তে ও নির্বিবাদে সকলের জ্ঞাতসারে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।

আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মনে মনে স্থির করিয়াছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি যাহাতে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান হয় ও বেহাত না হইয়া যায় এবং তোমাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা নিয়া যাহাতে কোন প্রকার বিরোধের সৃষ্টি না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি অছিয়ত করিব। সেইমতে আমি অদ্য রোজ হাজিরান মজলিসে নিম্নে উপস্থিত সাক্ষীগণের মোকাবেলায় নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে অত্র অছিয়তনামা দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে অছিয়ত করিতেছি, যাহা আমার মৃত্যুর পর কার্যকর হইবে।



## অত্র অছিয়ত নামার মাধ্যমে অছিয়তের শর্তাবলি ঃ

১। তোমাদের বরাবরে অছিয়তকৃত সম্পত্তির ভোগ দখলাধিকার স্বত্ব আমার মৃত্যুর পর কার্যকরি হইবে।

২। তফসিল বর্ণিত আমি দলিল দাত্রী মালিকানাধীন ফ্ল্যাটের সমুদয় ভাড়া আমি জীবিত থাকা পর্যন্ত নিজে ভোগ করিব এবং বসবাস করিব। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। ভবিষ্যতে আমার মৃত্যুর পর তফসিল বর্ণিত ১ ষোল আনা সম্পত্তি আমার (৪)পুত্র যথা (১) আলাল আহমেদ, (২) বেলাল আহমেদ, (৩) জলিল আহমেদ (৪) কামাল আহমেদ মালিক নিয়ত হইবে। অছিয়তকৃত সম্পত্তি তোমাদের নামে নামজারীক্রমে মালিকানা স্বত্ব বহাল করিয়া খাজনা, পৌরকর, গ্যাস, বিদ্যুৎ,ওয়াসা বিল তফসিল বর্ণিত ফ্ল্যাটের ভাড়ায় আয় হইতে পরিশোধ করিবে।

৩। আমি আরও অছিয়ত করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর তফসিল বর্ণিত ফ্ল্যাটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাল আহমেদ গ্রহণ করিবে এবং উক্ত ফ্ল্যাট হইতে যাবতীয় আয় গ্রহণ করত আমার স্বামী এবং মৃত পুত্র ময়েজ আহমেদ এবং আমার নিজের রুহের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহ এর ওয়াস্তে বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসায় দান, মৃত্যুবার্ষিকী পালন এবং গরীব মিসকিনদের মধ্যে দান খয়রাত করিবে এবং তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির সকল স্বত্ব-স্বামীত্ব ধারণে সকল দায়-দায়িত্ব পালন করিবে। ইহাছাড়াও আমার পালক কন্যা মিসেস আমেনা বেগম এর ভরণপোষণ, চিকিৎসা দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব পালন করিবে। এবং আমার মেয়ে জামাই, মেয়ের ঘরের নাতী ও নাতনিদের খোজ খবর ভালো মন্দের দায়িত্ব পালন করিবে। এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাল আহমেদ মূল ভূমিকা পালন করিবে এবং তাহাকে আমার ওপর তিন পুত্র সর্বাত্মকভাবে এই দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করিবে। উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৪। আমি আরও অছিয়ত করিতেছি যে, যেহেতু মানুষ মরণশীল, কে কখন ইহকালের মায়া ত্যাগ করিয়া পরকালে চলিয়া যায় তাহা বলা যায় না সেহেতু আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলাল আহমেদ মৃত্যুবরণ করিলে তদস্থলবর্তী হইতে তৎপর বেলাল আহমেদ, তৎপর জলিল আহমেদ, তৎপর কামাল আহমেদ দায়িত্ব পালন করিবে।

৫।আমি আরও অছিয়ত করিতেছি যে, আমার (৪) চার পুত্র যাহাদের বর্তমান অছিয়ত করিয়াছি তাহাদের মৃত্যুর পর আমার ছেলের ঘরের শুধুমাত্র ছেলে সন্তানেরা বিশেষভাবে উক্ত ফ্ল্যাটের দায় দায়িত্ব বুঝিয়া নিবে এবং তাহার আয় হইতে আমার মৃত-স্বামী মৃতপুত্র এবং আমার নিজের এবং এই পরিবারের অপর যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে তাহাদের জন্য রুহের মাগফেরাত এবং বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসায় দোয়া, মৃত্যুবার্ষিকী পালন এবং গরীব মিসকিনদের মধ্যে দান খয়রাত করিবে এবং তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির সকল স্বত্ব- স্বামীত্ব ধারণের সকল দায় দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। অত্র অছিয়ত নামা দলিলখানা অছিয়ত গ্রহণকারী সবার সাথে আলোচনা

সাপেক্ষে অছিয়ত নামা দলিল খানা তাহাদের বরাবরে সম্পাদন করিয়াছি।

৭। অত্র অছিয়তনামায় আরও উল্লেখ থাকে যে, তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি দান, বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি তোমরা অছিয়ত গ্রহীতাগণসহ তোমাদের ওয়ারিশগণ কেহ কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৮। তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নির্দায় অবস্থায় রহিয়াছে। আমি ইতিপূর্বে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য কাহারও সহিত কোন চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হই নাই বা হস্তান্তর করি নাই।

এতদ্বার্থে আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ্য শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় নিম্ন স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের মোকাবেলায় অত্র অছিয়তনামা তোমাদের বরাবরে লেখাইয়া, পড়িয়া, শুনিয়া, উহার মর্মার্থ ও ফলাফল সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া আমি অত্র অছিয়তকারী (অছিয়ত দাত্র)/দলিল দাত্র অত্র অছিয়ত নামায় যথারীতি সহি সম্পাদন করত ঃ রেজিস্ট্রী করিয়া দিলাম। ইতি,

স্বক্ষর ঃ

তারিখঃ

## অছিয়তকৃত সম্পত্তির পরিচয়

জেলা–ঢাকা, থানা– মতিঝিল, সাব রেজিস্ট্রী অফিস সবুজবাগ অধীন ঢাকা কালেক্টরী তৌজিভুক্ত মৌজা শহর খিলগাঁও অবস্থিত। সিএস ৮৫ নং, এস এ ৪৩২ নং খতিয়ানে লিখিত সিএস ৯৪২ নং এস এ ১২৪৭ নং দাগের মোট সম্পত্তি কাতে অবিভুক্ত ও অচিহ্নিত অংশ সহ ১১ ষোল আনা সম্পত্তির উপর নির্মিত ভবনের নিচ তলার সম্পূর্ণ ফ্লোর স্পেস ফ্ল্যাটসহ অন্যান্য যাবতীয় সাধারণ সুবিধাদি অত্র দলিল দ্বারা অছিয়তকৃত সম্পত্তি বটে। যাহা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের গুলবাগ মালিবাগ, থানা– মতিঝিল হোল্ডিংস্থিত সম্পত্তির অংশ বটে। যাহার চৌহুদ্দী :

উত্তরে – মিজান দক্ষিণে – হনুফা বেগম

পূর্বে – ইসহাক মৌলভী পশ্চিমে – ইন্তাজ আলী

অত্র অছিয়ত নামা দলিল হলফনামা সহ (পাঁচ) পৃষ্ঠায় কম্পোজকৃত এবং ০৩ (তিন) জন সাক্ষী বটে।

মুসাবিদাকারক কম্পোজকারক

সাক্ষী :

১।

২।

৩।

# সমাপ্ত